কলকাতার হাইকোর্ট

(সাংবিধানিক রিট **বিচারক্ষেত্র**)

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি

২০১৭ সালের ডব্লিউ. পি. এ ১৬৩০৪

চিন্ময় ভট্টাচার্য

-বনাম-

বঙ্গিয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ — শ্রী ইন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রী নীল বসু

উত্তরদাতাদের জন্য- — মহম্মদ মোকারাম হোসেন

শ্রী. কে. পি. মুখার্জি

শ্রী. সন্দিপন মাইতি

শুনানিঃ — **১৮.০৮.২০২৮**

রায়ঃ — **২০.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি-</u>

১. এই রিট আবেদনটি গ্রহণ করে, আবেদনকারী ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের চার্জশিট, ১১ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখের শাস্তির আদেশ, ৬ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং আবেদনকারী তার অবসরকালীন সুবিধা সুদের সাথে মুক্তির জন্যও প্রার্থনা করেন।

২. অবসর গ্রহণের তারিখের মাত্র পাঁচ দিন আগে, অর্থাৎ ৩০শে নভেম্বর, ২০১৩, যখন আবেদনকারী বঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্কের (সংক্ষেপে, ব্যাঙ্ক) নোডখালি শাখায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পদের দায়িত্ব পালন করছিলেন, একটি চার্জশিট দেখুন। ২৫শে নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে সাতটি অভিযোগ আনা হয় যা নিম্নরূপঃ

i) ব্যাঙ্কের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক কাজ করা, ii) ব্যাঙ্কের নিয়ম/ঋণ নীতি লঙঘন করে ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা, iii) ব্যাঙ্ককে বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করা, iv) অবহেলা ও নৈমিত্তিক পদ্ধতিতে সরকারী দায়িত্ব পালন করা, v) আস্থা ভঙ্গ করা, vi) তথ্যের দমন এবং vii) শৃঙ্খলা লঙঘন করছে। "

৩. দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের উপ-উপাত্ত হল, নোদাখালী শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন আবেদনকারী ব্যাংকের দ্বিতীয় কর্মকর্তাকে জড়িত না করে, ঋণ নীতি অনুসরণ না করে এবং ২০ জন ঋণগ্রহীতাকে ১.৬৬ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেনযাচাই না করেই –

i) ঋণগ্রহীতাদের কার্যকরী মূলধন এবং আর্থিক বিবরণী; ii) অপরিশোধিত এবং অসম্পূর্ণ নথির উপর ভিত্তি করে; iii) ঋণগ্রহীতাদের সম্পদের বীমা না করে। এতে আরও অভিযোগ করা হয়েছিল যে আবেদনকারী একটি ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ চার্জ বুঝতে পারেননি। আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এই ধরনের ত্রুটির কারণে, ৩৫.৮৬ লক্ষের সাথে জড়িত ৪ টি ঋণ অ্যাকাউন্ট ১৮.১১.২০১৩-এর মতো স্টিকি অ্যাকাউন্টে চলে গেছে। আবেদনকারী ২১ জন ঋণগ্রহীতাকে ১৯.১১ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছেন যা তারিখের ০৫.০৩.২০০৮-এর নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করেছে এবং তাই, আবেদনকারী প্রবিধান নং লঙ্ঘন করেছে৷ বঙ্গিয়া গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (অফিসার এবং কর্মচারী) পরিষেবা প্রবিধান, ২০১০ (সংক্ষেপে, পরিষেবা প্রবিধান) এর ১৮ এবং ২০।

৪. ২০১৩ সালের ১০ শতাংশ ডিসেম্বর আবেদনকারী তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে চার্জশিটে তাঁর জবাব জমা দেন। ২৪ শে জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে জানানো হয়েছিল যে চার্জশিটে তার উত্তর অসন্তোষজনক পাওয়া গেছে এবং উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা এবং তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে।

৫. তদন্ত কর্মকর্তা জানান যে প্রাথমিক তদন্ত ১২ই মার্চ, ২০১৪ তারিখে সকাল ১০টায় নোদাখালী শাখায় অনুষ্ঠিত হবে। ব্যবস্থাপনার পক্ষে ব্যক্তিরা প্রমাণ পেশ করেছেন। তদন্ত কার্যক্রম বিভিন্ন তারিখে পরিচালিত হয়েছিল। উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা এবং অপরাধী তাদের নিজ নিজ বিবরণ বিনিময় করেছেন। ৭ই জুলাই, ২০১৪ তারিখের একটি কভার লেটারে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন আবেদনকারীকে অবহিত করেছেন।

৬. আবেদনকারী ২৮শে জুলাই, ২০১৪ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের জবাব দাখিল করেন। ব্যাংকের প্রধান ব্যবস্থাপক ১১.১০.২০১৪ তারিখের তার কভার লেটারে ১১.১০.২০১৪ তারিখের চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তির আদেশের একটি অনুলিপি প্রেরণ করেন। আবেদনকারী শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আইনগত আপিল করেন কিন্তু আপিল ব্যর্থ হয় এবং ০৬.০৪.২০১৫ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে শাস্তির আদেশ বহাল রাখা হয়। এই ধরনের কালানুক্রমিক ঘটনাবলীতে, আবেদনকারীকে এই রিট আবেদনটি করতে বাধ্য করা হয়েছে। নির্দেশ সত্ত্বেও, এখানে কোনও পক্ষই হলফনামা দাখিল করেনি।

৭. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী মিত্র যুক্তি দেন যে অবসর গ্রহণের মাত্র পাঁচ দিন আগে পূর্বনির্ধারিত মনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হয়েছিল। তিনি জোর গলায় দাবি করেন যে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করেই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি যুক্তি দেন যে অপরাধীকে কখনও বরখাস্ত করা হয়নি এমনকি অপরাধীকে অবসর গ্রহণের অনুমতিও দেওয়া হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে ২০১০ সালের পরিষেবা বিধিমালার ৪৫ নং প্রবিধান প্রয়োগ করার জন্য শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না।

৮. তিনি দৃঢ়তার সাথে যুক্তি দেন যে লোন অ্যাকাউন্টের বিশদ পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হবে যে বেশিরভাগ নন-পারফরমেন্স অ্যাসেট (সংক্ষেপে, এনপিএ) স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ অপারেটিভ হয়ে গেছে। তিনি দাবি করেন যে ব্যাঙ্কের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য, একজন শাখা ব্যবস্থাপক ঋণ মঞ্জুর করতে বাধ্য কিন্তু বর্তমানে, এটি ব্যাঙ্কের একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যখন এবং যখন কিছু ঋণ অ্যাকাউন্ট এনপিএ-তে চলে যায়, তখন শাখা ব্যবস্থাপককে বাধ্য করা হয়। প্রক্রিয়ার সাজানোর।

৯. শ্রী মিত্র দাবি করেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। তিনি জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীকে ব্যাঙ্ককে বিশাল আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল কিন্তু কোথাও ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশ করা হয়নি। তিনি যুক্তি দেখান যে এটি কোথাও প্রকাশ করা হয়নি যে কোন ঋণ নীতি এবং কোন নিয়ম এবং/অথবা নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে এবং কোন তথ্য বা তথ্য দমন করা হয়েছে। তিনি দাবি করেন যে আবেদনকারী অফিসের রাজনীতির শিকার।

১০. তিনি কঠোরভাবে যুক্তি দেন যে চার্জশিটের সাথে কোনও সংযুক্তি ছিল না। সাক্ষীদের কোনও তালিকা এবং নথিপত্র আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়নি এবং কিছু নথির ফটোকপি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু কোনও প্রমাণ ছাড়াই এবং কোনও যাচাই ছাড়াই। তিনি যুক্তি দেন যে অভিযোগপত্রে আবেদনকারীর উত্তর অসন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছিল যদিও কোনও কারণ উল্লেখ করা হয়নি। তিনি আরও যুক্তি দেন যে তদন্ত কার্যক্রমের প্রথম দিনে, আবেদনকারী দেখতে পান যে ব্যবস্থাপনা সাক্ষী হিসাবে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য দুজন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু আবেদনকারী কখনও জানাননি যে এই ব্যক্তিরা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন। তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত নথিপত্রের কপি তদন্তের তারিখেই হস্তান্তর করা হয়েছিল। মামলার রেকর্ডিং আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়নি।

১১. তিনি আরও দাবি করে যে তদন্ত অফিসের প্রতিবেদনটি রহস্যময়। তাঁর মতে তদন্ত কর্মকর্তা প্রমাণ বিশ্লেষণের পরে যুক্তিসঙ্গত অনুসন্ধান ফিরিয়ে দিতে বাধ্য তবে তদন্ত প্রতিবেদন থেকে এটি স্পষ্ট হবে যে তদন্ত কর্মকর্তা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং যেমন, তদন্ত কর্মকর্তার ফলাফল টিকিয়ে রাখা যায় না। তিনি দাবি করেছেন যে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ পিটিশনকারীকে একটি নতুন অভিযোগে শাস্তি দিয়েছে যেমন নৈতিক স্খলন এবং তাই, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত অফিসারের অনুসন্ধানের সাথে দ্বিমত পোষণ করে এবং সেই পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে প্রতিরক্ষা করার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল কিন্তু আবেদনকারীকে এমন কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর যুক্তি সমর্থন করার জন্য তিনি রুপ সিং নেগির বনাম পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যরা (২০০৯) ২ এসসিসি ৫৭০ উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম সরয় কুমার সিনহা, (২০১০) ২ এসসিসি ৭৭২ এবং অনিল কুমার বনাম প্রিসাইডিং অফিসার এবং অন্যান্যরা রায়ের উপর নির্ভর করেন।, যা এআইআর ১৯৮৫ সালের এসসি ১১২১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

১২. বিপরীতে, ব্যাংকের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব হোসেন দাখিল করেন যে, পরিষেবা বিধিমালার ৪৫ নং প্রবিধানের ৩ নং ধারা অনুসারে, ব্যাংক তার কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পরেও শাস্তিমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে এবং পরিচালনা করতে পারে। তিনি যুক্তি দেন যে আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংকের নিয়ম/ঋণ নীতির অবমাননা করে এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রের পূর্ব-অনুমোদন যাচাই না করেই ১.৬৬ কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল। তিনি দাখিল করেন যে, যদিও একটি আদেশের মাধ্যমে আবেদনকারীকে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে বা তার পরে কোনও ঋণ মঞ্জুর করতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু আবেদনকারী ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ এর পরেও ঋণ মঞ্জুর করেছিলেন। রিট আবেদনের ৯৭ পৃষ্ঠার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি যুক্তি দেন যে আবেদনকারীরা তার বিরুদ্ধে আনা অসদাচরণের অভিযোগ কার্যত স্বীকার করেছেন। তিনি ভি.কে. বাহাদুর - বনাম- স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ২০০০ সালে রিপোর্ট করা হয়েছিল (২) LLJ ৭৬ এই প্রস্তাবের জন্য যে কোনও বিশেষ ক্ষতি না হলেও, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভুলকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুরু করতে পারে এবং যদি অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে ব্যাংক এই ধরনের কর্মচারীকে চাকরি থেকে অপসারণ করতে পারে।

তিনি যুক্তি দেন যে শাস্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় কোনও পদ্ধতিগত অনিয়ম হয়নি এবং কোনও নিয়ম বা বিধি লঙ্ঘন করা হয়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে ব্যাংকিং ব্যবসায়, প্রতিটি ব্যাংক কর্মচারীর পরম নিষ্ঠা, পরিশ্রম, সততা এবং সততা বজায় রাখা প্রয়োজন অন্যথায় জনসাধারণ/আমানতকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন হবে। তিনি যুক্তি দেন যে কোনও ব্যাংক কর্মচারীর আর্থিক অনিয়মের ক্ষেত্রে বরখাস্ত এবং/অথবা চাকরি থেকে অপসারণ ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি হতে পারে না। তার যুক্তির সমর্থনে, তিনি পঙ্কজেশ বনাম তুসলি গ্রামীণ ব্যাংক এবং এএনআর মামলায় প্রদত্ত রায়ের উপর নির্ভর করেন। এআইআর 1997 এসসি 2654, রাম প্রতাপ সোনকার বনাম চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে নির্দেশিত 2000 সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (2) এলএলজে 382 এবং আপিলের ক্ষেত্রে ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায় (2004 সালের দেওয়ানী নং 4243/4244) (স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য বনাম এস. এন. গোয়েল)।

১৩. নিঃসন্দেহে, অভিযোগ অবশ্যই নির্দিষ্ট হতে হবে এবং অস্পষ্ট নয়। হাতে থাকা ক্ষেত্রে, অভিযোগের বিবৃতি দ্বারা অভিযোগগুলি সমর্থন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। চার্জশিটে 'ক' (ঋণ হিসাবের বিশেষ বিবরণ), 'বি' ও 'সি' হিসেবে চিহ্নিত নথি এবং নথি ও সাক্ষীদের তালিকা সংযুক্ত দেখানো হয়েছে

কিন্তু শ্রী মিত্র দাবি করেছেন যে অভিযুক্তকে চার্জশিটের কোনও সংযোজন সরবরাহ করা হয়নি। শ্রী. মিত্রের এই ধরনের জমা দেওয়া ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে বিতর্কিত হয়নি এবং কোনও নথি জমা দেওয়া হয়নি যা দেখায় যে নির্দিষ্ট ঋণ, নথির তালিকা এবং সাক্ষীদের চার্জশিটের সাথে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা হয়েছিল।

১৪. বিভাগীয় তদন্তে পদ্ধতিগত ন্যায্যতার জন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উপকরণের যথাযথ প্রকাশ বাধ্যতামূলক। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে প্রমাণের বিবরণ প্রকাশ না করা এবং অপরাধী কর্মচারীকে নথি সরবরাহ না করা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন এবং সাক্ষীদের তালিকা এবং নথিপত্র প্রকাশ না করা এবং নথিপত্র সরবরাহ না করা বা নথি পরিদর্শনের সুযোগ না দেওয়া, যেমনটি প্রযোজ্য, সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং/অথবা শাস্তিমূলক কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

১৫. এটি একটি সুপ্রশংসিত নীতি যে একজন তদন্ত কর্মকর্তা একটি আধা-বিচারিক কর্তৃপক্ষ এবং একজন তদন্ত কর্মকর্তার কাজ আধা-বিচারিক প্রকৃতির। একটি তদন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে হবে,

বস্তুনিষ্ঠভাবে নয়, ব্যক্তিগতভাবে নয়। তদন্ত কর্মকর্তার কোনও সিদ্ধান্ত বিকৃত বা অযৌক্তিক হওয়া উচিত নয় এবং অনুমান বা অনুমানের উপর ভিত্তি করেও হওয়া উচিত নয়। তদন্ত কর্মকর্তাকে অসদাচরণের সংজ্ঞায়িত আইনের প্রেক্ষাপটে সত্যের অনুসন্ধানে পৌঁছানোর কারণগুলি লিপিবদ্ধ করতে হবে। তদন্তে অপরাধীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা দেখানোর জন্য যুক্তিসঙ্গত ফলাফল প্রদান করতে হবে। তদন্তের উদ্দেশ্য কোনওভাবে অপরাধীর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করা নয় বরং সত্য উদঘাটন করা।

১৬. তদন্তকারী কর্মকর্তা দুই পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তা লক্ষ করা যথেষ্ট। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১২.৩.২০১৪ তারিখে নথিগুলি অপরাধীদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং তারপরে দাবি করা হয়েছিল যে অভিযোগগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত কর্মচারীকে নথি যাচাই করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং অপরাধী প্রমাণ অস্বীকার করতে পারেনি এবং তাই, গ্রীষ্মকালীন যুক্তি শুনে এবং নথিগুলির তদন্তের পরে, তদন্ত কর্মকর্তা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যা এইভাবে পড়েঃ

' সিও তার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন এবং অনুমোদনের সময় দায়িত্ব প্রাক-অনুমোদন পরিদর্শন ছাড়া প্রস্তাব, অবৈধ (খালি) নথিপত্র, ঘটনা দমনের

কারণ এবং ব্যাঙ্কের নিয়ম/ঋণ লঙ্ঘনের পাশাপাশি ব্যাঙ্ককে বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন করে, যা সামগ্রিকভাবে সি. এস. ও-এর অসদাচরণের ঘটনাগুলিকে বজায় রাখে, যা চ্যার-শিট দ্বারা কল্পনা করা হয়েছে।'

১৭. অপরাধী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ প্রমাণিত হতে হবে। শাস্তিমূলক কার্যধারাটি আধা অপরাধমূলক প্রকৃতির এবং প্রমাণের মান হল সম্ভাব্যতার প্রাধান্য। এটি বাধ্যতামূলক প্রয়োজন যে তদন্ত অফিসারকে প্রমাণের মূল্যায়নের পরে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে রেকর্ডের উপকরণের ভিত্তিতে অভিযোগগুলি প্রমাণ করার সম্ভাবনার প্রাচুর্য ছিল। তদন্ত অফিসারকে অবশ্যই প্রাসঙ্গিক প্রমাণ বিবেচনা করতে হবে এবং অপ্রাসঙ্গিক উপকরণগুলিকে তার বিবেচনার অঞ্চল থেকে বাদ দিতে হবে এবং তিনি প্রমাণের বোঝা স্থানান্তর করবেন না এবং তার সিদ্ধান্তকে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গতভাবে জানাতে হবে। রূপ সিং নেগি-বনাম-পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে, শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় নিছক নথি পেশ করা যথেষ্ট নয়। বিষয়বস্তু নথি প্রমাণ করা প্রয়োজন। হাতে থাকা মামলায়, নথিগুলি কেবল দরপত্রের ভিত্তিতে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছিল এবং নথির বিষয়বস্তু প্রমাণিত হয়নি।

১৮. সন্দেহের কোনও কারণ নেই যে তদন্ত আধিকারিকের অনুসন্ধানের কারণ জানানো হয়নি এবং কীভাবে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং নিছক দরপত্রের ভিত্তিতে নথিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তা দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণ যাচাই করা হয়নি। নথির বিষয়বস্তু প্রমাণিত হয়নি।

১৯. শ্রী হোসেন যুক্তি দেন যে আবেদনকারী তার দোষ স্বীকার করেছেন। চার্জশিটের জবাব ভালোভাবে পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আবেদনকারী বলেছেন যে কোনও ঋণ বিতরণের আগে তিনি যথাযথভাবে বন্ধকী নথি পূরণ করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে, তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অসম্পূর্ণ ঋণের নথিগুলি, যা কাজের চাপের কারণে পূরণ করা যায়নি, তার বাসভবনে নিয়ে যেতেন কিন্তু আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাকে সেই নথিগুলি বাড়িতে না নিয়ে যেতে বলেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে তিনি অবসর গ্রহণের আগে এই নথিগুলি পূরণ করতে পারবেন কিন্তু তার চাকরির মেয়াদের শেষ ২০ দিনে, ঋণের নথিতে তার অ্যাক্সেস অস্বীকার করা হয়েছিল। তদন্ত প্রতিবেদনের জবাবে, আবেদনকারী বলেছেন যে কাজের চাপের কারণে, তিনি সমস্ত ঋণের নথি পূরণ করতে পারেননি এবং কিছু ঋণের নথি হয় অসম্পূর্ণ বা পর্যাপ্ত ছিল এবং তিনি ঋণের নথির অসম্পূর্ণ অংশ পূরণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছিল। আবেদনকারী তার মতামত ব্যক্ত করেছেন যে এগুলি কেবল নিরাময়যোগ্য ত্রুটি।

২০. এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রেক্ষাপটের মধ্যে সীমাবদ্ধ মতামত প্রকাশ স্বীকারোক্তি নয়। অপরাধী তার অভিযোগের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন যে ঋণ বিতরণের আগে তিনি বন্ধকী নথি পূরণ করেছিলেন কিন্তু কাজের চাপের কারণে তিনি সমস্ত ঋণের নথি পূরণ করতে পারেননি এবং তার চাকরির শেষ ২০ দিনের মধ্যে ঋণের নথিতে তার প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা হয়েছিল এবং তাই তিনি নথি পূরণ করতে পারেননি। এই ধরনের বক্তব্যকে দোষ স্বীকার বলা যায় না। তিনি স্বীকার করেছেন যে ঋণের কিছু নথি পূরণ করা হয়নি তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কেন সেই নথি পূরণ করা যায়নি।

২১. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে আবেদনকারী তার অপরাধ স্বীকার করেছে এই যুক্তি দিয়ে যে ঋণের নথিতে অপর্যাপ্ততা এবং অসম্পূর্ণতা রয়েছে এবং বলেছে যে অসম্পূর্ণ নথিগুলি অপরিবর্তনীয় নয়। কিন্তু (সিএসও) তার লিখিত দাখিলে, তদন্ত কর্মকর্তার বাকি ফলাফল ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়আমি অনুমান করব যে সিএসও তার বিরুদ্ধে আরোপিত অন্যান্য অভিযোগ/অভিযোগ স্বীকার করেছে এবং তার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তার কাছে কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

২২. শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি বিবেচনা করতে অস্বীকার করেছে যে অপরাধী ঋণের নথির অসম্পূর্ণতা রক্ষা করেছেন এবং চার্জশিট এবং তদন্তের জবাবে, অপরাধী অন্যান্য সমস্ত অভিযোগ স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন এবং ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পুনরাবৃত্তির মূল্যে, বলা হয়েছে যে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণ করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনার উপর বর্তায় এবং ব্যবস্থাপনা অপরাধীর উপর বিপরীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ উপভোগ করতে পারে না। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছে যে সিএসও স্বীকার করেছেন যে তিনি ০১.০৬.২০১৩ তারিখের চিঠি পেয়েছেন যেখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তার বিবেচনার ক্ষমতা ৫.৩.২০০৮ তারিখের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত হবে এবং তাই, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি ব্যাংকের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করেছেন। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের এই ধরনের অনুসন্ধান কর্তৃপক্ষের পূর্ব-কল্পিত মানসিকতার কথাই প্রকাশ করে।

২৩. শাস্তির আদেশের শেষ অংশে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত হিসাবে পালন করা হয়:

> "আমি সাবধানে উপরোক্ত জমা বিবেচনা করেছি সিএসও এবং দেখতে পান যে সিএসওর আচরণ সততা, বিনয় এবং ভাল নৈতিকতার পরিপন্থী।

শ্রী ভট্টাচার্য 'কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা' পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং নৈতিক অধঃপতন জড়িত অপরাধ করেছেন। 'নৈতিক অধঃপতন' অভিব্যক্তিটি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশিত প্রচলিত নিয়মের আলোকে বোঝা উচিত। শব্দটি যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। আমার মতে, শ্রী ভট্টাচার্যের মামলাটি তে নিশ্চিতভাবে 'নৈতিক বিপর্যয়'-এর পরিধির মধ্যে এসেছে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।"

২৪. এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, i) অপরাধীর আচরণ সততা, শালীনতা এবং ভাল নৈতিকতার পরিপন্থী ছিল, ii) অপরাধী কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছিল এবং iii) 'নৈতিক অধঃপতন'-এর অপরাধ, অপরাধীর বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। এগুলি নতুন অভিযোগ। অতএব, যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার সাথে একমত ছিল না। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে-বনাম-কুঞ্জ বিহারী মিশ্র (সুপ্রা), এটি রায় দেওয়া হয়েছিল যে যদি শৃঙ্খলা তদন্ত কর্মকর্তার অনুসন্ধানের সাথে একমত না হয় তবে তাকে অবশ্যই অপরাধীকে শুনানির সুযোগ দিতে হবে কিন্তু অপরাধীকে কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এআইআর ২০১৩ এসসি ৩৭৩৯ -এ রিপোর্ট করা এস.পি মালহোত্রা-বনাম- পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আমি ফলপ্রসূভাবে উল্লেখ করতে পারি, যেখানে বলা হয়েছিল যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত অফিসারের অনুসন্ধানের সাথে একমত না হওয়ার কারণগুলি রেকর্ড করতে বাধ্য এবং

অপরাধীকে তার একটি অনুলিপি সরবরাহ করা এবং তদন্ত প্রতিবেদনের মতবিরোধের জন্য নথিভুক্ত কারণগুলির একটি অনুলিপি সরবরাহ না করা পক্ষপাতদুষ্ট এবং সেই ক্ষেত্রে, শাস্তির ফলস্বরূপ আদেশ কলুষিত হয়ে দাঁড়াবে।

২৫. নিঃসন্দেহে, তদন্ত কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে বা তার আদেশে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ কোনটিই অভিযোগগুলি কীভাবে প্রমাণিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা এবং/অথবা বিশ্লেষণ করেননি যা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে তদন্ত কর্মকর্তা এবং শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ উভয়েরই অনুসন্ধান বিকৃত অর্থাৎ কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। আবেদনকারীকে কোনও নথিপত্র এবং সাক্ষীর তালিকা সরবরাহ করা হয়নি। তদন্ত কর্মকর্তা প্রমাণগুলি যাচাই করেননি এবং তদন্ত প্রতিবেদন যুক্তিসঙ্গতভাবে অবহিত করা হয়নি। তদন্ত কর্মকর্তা এবং শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ অপরাধীর বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন এবং সেই বিবৃতিগুলিকে তার দোষ স্বীকার বলে ধরেছেন। শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর উপর দায়িত্ব অমান্য করেছেন এবং আবেদনকারীর উপর বিপরীত দায়িত্ব চাপিয়েছেন এবং শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ নতুন অভিযোগ আনেন কিন্তু আবেদনকারীকে এই ধরনের অভিযোগ রক্ষা করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

২৬. তদন্ত কর্মকর্তা এবং শৃঙ্খলা কর্মকর্তা উভয়ই এই বিষয়গুলি এড়িয়ে গেছেন, যথা: ১) ব্যাংকের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে কিনা এবং ২) ঋণের নথিপত্র অসম্পূর্ণ থাকার কারণে ঋণগুলি অ-জামিনদার অবস্থায় ছিল কিনা। এই শূন্যতা পূরণের জন্য, জনাব হোসেন ভি.কে. বাহাদুর (উপরে) এর সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেন যে, ব্যাংকের প্রকৃত ক্ষতি না হলেও, কর্মচারীকে অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। জনাব হোসেনের এই বক্তব্য ইঙ্গিত দেয় যে ব্যাংকের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি এবং কোথাও দাবি করা হয়নি যে আবেদনকারীর দ্বারা অনুমোদিত ঋণ বা ঋণগুলি অ-জামিনদার অবস্থায় ছিল।

২৭. যদি রেকর্ডের উপর ঈগলের নজর রাখা হয় এবং কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সর্বোত্তমভাবে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে কিছু ঋণের নথি অপরাধী দ্বারা পূরণ করা হয়নি এবং ঋণ বা ঋণ 6.9.2013 সালের পরে তার দ্বারা মঞ্জুর করা হয়েছিল বা দেওয়া হয়েছিল। এই কারণে, ব্যাংকের কোনও আর্থিক ক্ষতি হয়নি এবং কোনও ঋণ অ-জামিনদার রাখা হয়নি তবে একজন কর্মচারী, যিনি কয়েক দশক ধরে ব্যাংকে তার সেবা করেছেন, তাকে অবসর গ্রহণের পরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার সমস্ত অবসরকালীন সুবিধা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শাস্তি অবশ্যই অসদাচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং/অথবা আনুপাতিক হতে হবে।

আমার মতে, শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আনুপাতিকতার নীতি অনুসরণ করা হয়নি। শাস্তি অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রায় ১০ বছর পর, কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি ঘাটতি পূরণ করে নতুন শাস্তি প্রদানের জন্য অর্পণ করা সমীচীন হবে না, বিশেষ করে এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে বলা হয়েছে যে অভিযোগপত্র এবং তদন্ত টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় এবং শাস্তিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে।

২৮. শ্রী. হোসাইনের উপর নির্ভরশীল রায়গুলির বাধ্যতামূলক প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহের কোনও কারণ নেই তবে সেগুলি তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা করা যায়।

২৯. পূর্ববর্তী বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে, চার্জশিট, তদন্ত প্রতিবেদন, শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ বহাল রাখা যাবে না বলে মনে করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই।

৩০. এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখের চার্জশিট, তদন্ত প্রতিবেদন, ১১ অক্টোবর ২০১৪ সালের শাস্তির আদেশ, ৬ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিল করা হয়। উত্তরদাতা নং ২ কে এই আদেশের একটি অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীকে সমস্ত অবসরকালীন সুবিধাগুলি বিতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷

৩১. এই পর্যবেক্ষণ এবং আদেশের মাধ্যমে, রিট আবেদনকারী, যিনি ২০১৭ সালের WPA ১৬৩০৪, তার খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই, নিষ্পত্তি করা হল।

৩২. আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা এই রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার কপির ভিত্তিতে পক্ষগুলি কাজ করার অধিকারী হবে।

৩৩. প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর, এই রায়ের জরুরি জেরক্স সার্টিফাইড ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, পক্ষগুলিকে প্রদান করতে হবে।

(বিচারপতি পার্থ সারথি চ্যাটার্জি)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal